بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ বর্ণনার ধারাবাহিকতায় খোদা তা'লার প্রতি তাঁর অসাধারণ ও অতুলনীয় ভালোবাসার কিছু দৃষ্টান্ত

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বিগত খুতবায় আমি মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের প্রেক্ষাপটে তাঁর জীবনের কয়েকটি দিক উল্লেখ করেছিলাম। আজ খোদাতা'লার প্রতি তাঁর ভালোবাসার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরব। আমরা দেখি যে, সীরাতের এই দিকটি থেকে কেবল মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসাই প্রকাশ পায় না, বরং তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার ভালোবাসারও বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আল্লাহ্‌তা'লা এই ভালোবাসার প্রকাশের পর তাঁকে পথপ্রদর্শন করেছেন এবং পরবর্তীতে তিনি (সা.) কীভাবে এই ভালোবাসায় আরও অগ্রসর হয়ে নিজের উম্মতের তরবিয়ত ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন-তাও আমরা দেখতে পাই। এই পারস্পরিক ভালোবাসার নিদর্শন আমরা বিভিন্ন বর্ণনায় দেখতে পাই। তিনি (সা.) হলেন সেই 'কামেল ইনসান' (পরিপূর্ণ মানব), যাঁর সুউচ্চ মর্যাদায় অন্য কেউ পৌঁছাতে পারে না। তবে হ্যাঁ! আল্লাহ্‌তা'লা এটি অবশ্যই বলেছেন যে, তোমাদের জন্য তাঁর মাঝে 'উসওয়া' (উত্তম আদর্শ) রয়েছে; তোমরা তাঁকে অনুসরণ করার চেষ্টা করো। এই কারণেই আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর মাধ্যমে এই ঘোষণা করিয়ে দিয়েছেন:

"(হে নবী!) তুমি বলে দাও, হে লোকসকল! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো; তাহলে আল্লাহ্‌ও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" অতএব, খোদাতা'লার ভালোবাসা লাভ করার পন্থাও তাঁর (সা.)-এর আদর্শ থেকেই আমাদের শিখতে হবে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেছেন: আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসার যে দৃশ্যগুলো আমরা দেখতে পাই, হাদীসে এমন বর্ণনা পাওয়া যায় যে তিনি (সা.) আল্লাহ্‌তা'লার কাছে তাঁর ভালোবাসা পাওয়ার ব্যাকুলতায় এই দোয়া করতেন: **"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা চাই এবং সেই ব্যক্তির ভালোবাসাও চাই যে তোমাকে ভালোবাসে। আর আমি এমন আমল (কাজ) করার তৌফিক চাই, যা আমাকে তোমার ভালোবাসা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। হে আল্লাহ্! তুমি তোমার ভালোবাসাকে আমার কাছে আমার নিজের জীবন, আমার পরিবার এবং শীতল পানির চেয়েও অধিক প্রিয় করে দাও।"** সুতরাং, এটিই সেই দোয়া যা এখন আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেক সেই ব্যক্তির করা উচিত যে মুহাম্মদ (সা.)-কে ভালোবাসার দাবি করে আর যে চায় আল্লাহ্‌তা'লার প্রিয় বান্দা হতে এবং আল্লাহ্‌তা'লার কৃপা লাভ করতে।

আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসার একটি ঘটনা হযরত আয়েশা (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এক রাতে আমি তাঁর পাশে শুয়েছিলাম। হঠাৎ আমি তাঁকে না পেয়ে হাত নেড়ে খুঁজতে থাকি, তখন তাঁর পায়ে আমার হাত লাগে আর আমি দেখি, তিনি (সা.) সেজদায় লুটিয়ে পড়ে আছেন আর এ দোয়া করছেন, **"হে আল্লাহ্! আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমার শাস্তি থেকে ক্ষমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি গণনা করে তোমার প্রশংসা করতে পারি না। তুমি তেমন-ই যেমন-টি তুমি তোমার নিজের প্রশংসা করেছ।"** আরেকটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এক রাতে আমার ঘরে মহানবী (সা.)-এর পালা ছিল। কিন্তু শোয়ার কিছুক্ষণ পরেই তিনি নীরবে বাইরে বের হয়ে যান। আমি ভাবলাম, তিনি অন্য কোনো স্ত্রীর ঘরে গিয়ে থাকবেন। তাই আমি পর্যবেক্ষণ করতে বাইরে বের হই। বের হয়ে দেখি, তিনি (সা.) কাপড়ের পুটলির ন্যায় মাটিতে সেজদায় পড়ে আছেন। আর আমি তাঁকে এ দোয়া করতে শুনি যে, **"হে আমার আল্লাহ্। তোমার জন্য আমার দেহ ও প্রাণ সেজদারত, আমার হৃদয় তোমার প্রতি ঈমান এনেছে। হে আমার প্রভু! আমার যে দুই হাত তোমার সামনে প্রসারিত করেছি আর একইসাথে এদ্বারা আমি আমার প্রাণের ওপর যে যুলুম করেছি তাও তোমার সামনে উপস্থাপন করছি।"** অতঃপর তিনি (সা.) সেজদা থেকে উঠে হযরত আয়েশা (রা.)-কে দেখে সেখানে আসার কারণ জিজ্ঞেস করেন। হযরত আয়েশা (রা.) তার সন্দেহের কথা বলেন। তিনি (সা.) বলেন, **"নিশ্চয় কতিপয় সন্দেহ পাপ। তুমি কী আমাকে সন্দেহ করেছ? আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।"** এরপর তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে এ দোয়াটি পড়তে বলেন এবং এও বলেন, **"তুমি সেজদায় এ দোয়াটি পাঠ কোরো। যে ব্যক্তি এ বাক্যগুলো পাঠ করবে সে সেজদা থেকে মাথা তোলার পূর্বেই ক্ষমা লাভ করবে।"**

হযরত ইবনে উমর (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে চমৎকার ও অভিনব বিষয় যা আপনি তাঁর মাঝে দেখেছেন, তা আমাদের বলুন। হযরত আয়েশা (রা.) একথা শুনে কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, তাঁর সব বিষয়ই ছিল চমৎকার ও অভিনব। একবার তিনি (সা.) রাতে আমার সাথে শায়িত হয়ে আমাকে বলেন, "তুমি আজ আমাকে অনুমতি দিলে অবশিষ্ট সারা রাত আমি আমার প্রভুর ইবাদত করে কাটাতে চাই।" আমি বলি, আপনার নৈকট্য এবং আপনার ইচ্ছাপূরণ আমি দু'টোরই আকাঙ্ক্ষী। এরপর তিনি অনুমতি দিলে মহানবী

(সা.) দাঁড়িয়ে পবিত্র কুরআন পাঠ করতে আরম্ভ করেন এবং কাঁদতে থাকেন। এভাবে সারা রাত তিনি (সা.) খোদার স্মরণে কাঁদতে কাঁদতে কাটিয়ে দেন। হযরত বেলাল (রা.) ফজরের নামাযের জন্য ডাকতে এসে তাঁর এ অবস্থা দেখে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কাঁদছেন অথচ আল্লাহ্‌তা'লা আপনার পূর্বাপর সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন! তিনি (সা.) বলেন, আমি কী তাঁর কৃতজ্ঞা বান্দা হব না?

মহানবী (সা.)-এর সমগ্র জীবন খোদাপ্রেম বা 'ইশক-এ-ইলাহি'-তে নিমজ্জিত ছিল। তাঁর এই খোদাভক্তির দৃশ্য দেখে মক্কাবাসী বলত- **'ইন্না মুহাম্মাদান আশিকা রাব্বাহু'**; অর্থাৎ, অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রভুর ভালোবাসায় বিভোর। হুযূর (আই.) বলেন, এখানে মহানবী (সা.)-এর এরূপ আদর্শ এবং আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি গভীর ভালোবাসার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি। এ আদর্শের প্রভাবে তাঁর সাহাবীদের জীবনে এক মহান বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিল আর তারা সেই মর্যাদা লাভ করেছিলেন, ইতঃপূর্বে যা কল্পনাও করা যেত না।" আর এটিই সেই পরিপূর্ণ ও নিখুঁত শিক্ষা, যা তাঁর সত্যনিষ্ঠ সেবক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এক স্থানে বলেন যে, মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের কারণেই আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে (মসীহ্ মাওউদকে) অফুরন্ত নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন।

হুযূর আনোয়ার (আ.) আমাদের উদ্দেশ্য করে বলেন: আজ আমরা যারা মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত অনুসারী হওয়ার দাবি করি এবং তাঁর সত্যনিষ্ঠ দাসের (হযরত মসীহ্ মাওউদ আ.) হাতে বয়আত গ্রহণ করে এই অঙ্গীকার করেছি যে-আমরা আমাদের জীবনকে আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশানুযায়ী পরিচালনা করার চেষ্টা করব; আমাদের উচিত এই দিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া যে, আমাদের প্রতিটি কাজ যেন নিছক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হয় এবং আমরা যেন তাঁর ভালোবাসা অর্জনে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

এরপর হুযূর (আই.) দোয়ার তাহরীক করে বলেন, পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়া করুন। মোবারক সানী সাহেবের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে একটি মামলা চলছিল, সম্প্রতি সেশন জজ তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় প্রদান করেছে আর তার অপরাধ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন এবং অন্যদের পড়াতেন। ন্যায়পরায়ণ লোকেরা এই ঘৃণ্য রায়ের বিপক্ষে সোচ্চার হলেও ধর্মান্ধ মৌলভীরা বিচারকের প্রশংসা করছে। যাহোক, আমরা দোয়া করি, আল্লাহ্‌তা'লা শীঘ্রই তাদেরকে ধৃত করার ব্যবস্থা করুন। শীঘ্রই আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের ওপর আপতিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু আমরা দোয়া কিংবা ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছি না বলেই ঐশী শাস্তি অবতরণে বিলম্বিত হচ্ছে। দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগী হতে হবে। অনুরূপভাবে সারা বিশ্বের নিপীড়িত ও নির্যাতিতদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্‌তা'লা সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করুন এবং সব ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে আহমদীদের নিরাপদ রাখুন, আমীন।

সবশেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) দুইজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন। প্রথমজন হলেন, কাদিয়ান নিবাসী **মুকাররম মওলানা জালালউদ্দীন নাইয়্যার সাহেব** যিনি প্রাক্তন সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া এবং সদর মজলিস তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ান ছিলেন। তাঁর পিতা মোকাররম এইচ. হুসাইন সাহেব (কেরালা) ১৯২২ সালে আহমদীয়াত কবুল করেন এবং জামা'তের পত্রিকা 'সত্য দূতন'-এর সম্পাদক

নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সালে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কাদিয়ান আবাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি সপরিবারে কেরালা থেকে কাদিয়ানে চলে আসেন এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন। কিন্তু কাদিয়ানে আসার এক বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। নাইয়্যার সাহেবের মাতা জুবাইদা সুলতানা সাহিবা পরবর্তীতে কাদিয়ানের একজন দরবেশ চৌধুরী আব্দুল হক সাহেবের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। জালালউদ্দীন নাইয়্যার সাহেবের প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ানে সম্পন্ন হয় এবং ১৯৬৩ সালে তিনি 'মৌলভী ফাযিল' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি দীর্ঘকাল বাইতুল মাল-এর ইন্সপেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, যার ফলে ভারতের আনাচে-কানাচে জামা'তের সদস্যদের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মরহুম দীর্ঘ ৬৩ বছর যাবত জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই সময়ে তিনি অডিটর, হিসাবরক্ষক এবং দীর্ঘকাল 'নাযির বাইতুল মাল আমদ' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাত বছর যাবত 'সদর সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান'-এর সভাপতি ছিলেন এবং শারীরিক সক্ষমতা থাকা পর্যন্ত 'সদর মজলিস তাহরিক-এ-জাদীদ' হিসেবেও নিয়োজিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ইবাদতকারী ছিলেন। নামায-রোযা নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। খিলাফতের যেকোনো নির্দেশ পালনে তিনি সবসময় অগ্রগণ্য থাকতেন। তিনি একজন অ্যাথলেটও ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র এবং এক কন্যা বর্তমানে জামা'তের সেবা করছেন। দ্বিতীয়জন হলেন, মীর মুশতাক আহমদ সাহেবের পুত্র **মুকাররম মীর হাবীব আহমদ সাহেব**। হুযূর (আই.) প্রয়াতদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণের পর তাদের ক্ষমা ও কৃপা লাভের জন্য দোয়া করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

26 December 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in